



124290 - মুয়াজ্জনি ফজররে আযান দচ্ছিলিনে সে সময় যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত ছিলিনে

প্রশ্ন

প্রশ্ন :

রমজান মাসে ফজররে আযানরে আগ থেকে আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করছিলাম। আযান চলাকালীন সময়ও আমি সহবাসরত ছিলাম। তবে আযান শেষে হওয়ার আগেই আমরা বরিত হয়েছি। আমার ধারণা ছিল যে, মুয়াজ্জনিরে আযান শেষে করার পূর্ব পর্যন্ত সহবাস করা জায়গে। এখন আমার করণীয় কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

এক:

যদি ফজররে ওয়াক্ত শুরু হওয়ার সাথে সাথে মুয়াজ্জনি আযান দনে, তাহলে ওয়াজবি হল ফজররে ওয়াক্ত থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ (মুফাত্তরিত) থেকে বরিত থাকা। তাই মুয়াজ্জনি ‘আল্লাহু আক্বার’ (আল্লাহ মহান) বলার সাথে সাথে খাদ্য, পানীয়, সহবাস ও সকল রোযা ভঙ্গকারী বিষয় (মুফাত্তরিত) থেকে বরিত থাকা আবশ্যিক হয়ে যায়।

ইমাম নববী (রাহমিহুল্লাহ) বলেন :

“যদি ফজররে ওয়াক্ত হওয়ার সময় কারও মুখে খাবার থাকে, তবে সে যেন তা ফলে দেয়। (খাবার) ফলে দিলে - তার রোযা শুদ্ধ হবে, আর গলি ফলেলে - তার রোযা ভঙ্গ হয় যাবে। আর যদি ফজররে ওয়াক্ত হওয়ার সময় সে সহবাসরত অবস্থায় থাকে, তবে সে অবস্থা থেকে তাৎক্ষণিক সরে গেলে - তার রোযা শুদ্ধ হবে। আর যদি ফজররে ওয়াক্ত হওয়ার সময় সে সহবাসরত অবস্থায় থাকে এবং ফজররে ওয়াক্ত হয়েছে জেনেও সহবাসে লিপ্ত থাকে, তবে তার রোযা ভঙ্গ হবে- এ ব্যাপারে ‘আলমেগণরে মাঝে কোন দ্বিমিত নহে। আর সে অনুসারে তার উপর কাফফারা আবশ্যিক হবে।’ সমাপ্ত। [আল-মাজ্মু‘(৬ / ৩২৯)]

তিনি আরও বলেন: “আমরা উল্লেখ করছি যে, ফজর উদতি হওয়ার সময় যদি কারো মুখে খাবার থাকে, তবে সে তা ফলে দবিবে ও তার রোযা সম্পন্ন করবে। আর যদি ফজর হয়েছে জেনেও সে তা গলি ফলে, তবে তার রোযা বাতলি হয়ে যাবে। এ



ব্যাপারে কোন মতভেদে নাই” আল-মাজ্মু‘ (৬/৩৩৩)এর দলীল হচ্ছে ইবনে উমর ও আয়শো রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম এর হাদিস।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামবলছেন:

إنبلا لا يؤذنبليل , فكلوا واشربوا حتى تؤذنبنا بممكتوم (رواه البخاري ومسلم , وفي الصحيح أحاديث بمعناه)

“বলিল (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) রাত থাকতে আযান দনে।তাই আপনারা খতে থাকুন ও পান করতে থাকুন যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাকতুম (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) আযান দনে।”[হাদিসটি ইমাম বুখারী ও মুসলমিসংকলনকরছেন এবং সহীহ গ্রন্থে এই অর্থের আরও হাদিস রয়েছে] সমাপ্ত

এ প্রক্ষেপিতে বলা যায়, যদি আপনার এলাকার মুয়াজ্জনি ফজররে ওয়াক্ত হওয়ার পর আযান দয়ে, তাহলে আযানরে প্রথম তাকবীর শোনার সাথে সাথে আপনাকে সহবাস থেকে বরিত হয়ে যতে হবে। আর যদি আপনি জিনে থাকনে য়ে, মুয়াজ্জনি ফজররে ওয়াক্ত হওয়ার আগেই আযান দয়ে অথবা এব্যাপারে আপন সিন্দহিন থাকনে য়ে, তনিকি সুবহে সাদকি হওয়ার আগে আযান দনে, নাকি পরে আযান দনে- সক্ষেত্রে আপনার উপর করণীয় কিছু নাই। কারণ আল্লাহ তা‘আলা ফজর পরসিফুট হওয়া পর্যন্ত খাওয়া, পান করা ও সহবাস করা বধৈ করছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

“অতএব এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করতে পার এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা (সন্তান) লখি রেখেছেন তা কামনা করতে পার। আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ কালোসুতা (রাতরে কালো রখো) হতে উষার সাদা সুতা (সাদা রখো) স্পষ্টরূপে তোমাদের নকিট প্রতভিত না হয়।” [সূরা বাকারাহ, ২ : ১৮৭]

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমটির ‘আলমেগনকে প্রশ্ন করা হয়েছে: “কোন ব্যক্তি আগেই সহেরী খয়েছে। কনিতু ফজররে আযান চলাকালীন সময়ে অথবা আযান দেওয়ার ১৫ মিনিট পর পানি পান করছে-এর হুকুম কী?

তাঁরা উত্তরে বলেন: “প্রশ্ননে উল্লেখিত ব্যক্তি যদি জিনে থাকনে য়ে, সেই আযান সুবহে সাদকি পরষিকার হওয়ার আগে দেওয়া হয়েছিল তবে তার উপর কোন কাযা নাই। আর যদি তিনি জিনে থাকনে য়ে, সে আযান সুবহে সাদকি পরষিকার হওয়ার পরে দেওয়া হয়েছে তবে তার উপর উক্ত রোযা কাযা করা আবশ্যিক। আর তিনি যদি না জাননে য়ে, তার পানাহার ফজররে ওয়াক্ত হওয়ার আগে ঘটছে, না পরে ঘটছে সক্ষেত্রে তাকে কোন রোযা কাযা করতে হবে না। কারণ এ ক্ষেত্রে মূল অবস্থা হচ্ছে- রাত বাকি থাকা। তবে একজন মু‘মনিরে উচতি তার সিয়ামরে ব্যাপারে সাবধান থাকা এবং আযান শোনার সাথে সাথে রোযা ভঙ্গকারী সমস্ত বিষয় থেকে বরিত থাকা। তবে তিনি যদি জিনে থাকনে য়ে, এই আযান ফজররে ওয়াক্ত হওয়ার আগে দেওয়া হয়েছে তাহলে ভিন্ন কথা।” সমাপ্ত

[ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ : (২/২৪০)]



দুই:

যদি আপনি এই হুকুমের ব্যাপারে না জানেন থাকেন এবং মনে করে থাকেন যে, আযানের শেষে পর্যায়রোযা ভঙ্গকারী বিষয়াদি (মুফাত্তরিত) থেকে বরিত হওয়াঅনবির্ষ হয়, তবে আপনার উপর কোন কাফফারা বর্তাবে না। তবে সাবধানতাবশতঃ আপনাকে সেরোযাটির কাযা আদায় করতে হবে। সেই সাথে দ্বীনরে যসেব বিষয় জানা আপনার জন্য ওয়াজবি ছিলি, সে ব্যাপারে অবহলোর জন্য তওবা ও ইস্তগিফার করতে হবে।

আরও দেখুন (93866)ও (37879)নং প্রশ্নের উত্তর।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।